৭৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 2 1 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

এইচএসসি পরীক্ষা ॥ খুলনার বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাত্র নেতাদের সহায়তায় ব্যাপক নকল

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

খুলনার অধিকাংশ কলেজের এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র নেতাদের সহায়তায় অসাধু পরীক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষক-শিক্ষিকার এদরে হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছেন। প্রশাসনের বাহ্যিক কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা এক্ষেত্রে কোন কাজে আসছে না।

গত ৮ মে থেকে সারা দেশে একযোগে এইচএসসি পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। ইতোমধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পরীক্ষাগুলো চলাকালীন সময় খুলনা শহরসহ আশপাশের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনসমূহের ছাত্রনেতারা পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করছে। ছাত্রনেতারা পরীক্ষা শুরুর প্রায় সাথে সাথে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করছে এবং প্রশ্নপত্র দেখে বাইরে এসে প্রয়োজনীয় উত্তর সাথে নিয়ে আবার হলে ফিরে যাচ্ছে। সাধারণ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে না এবং সকলে এ সুবিধা পায়ও না। দেখা গেছে, রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছাত্র নামধারী কতিপয় পরীক্ষার্থীকে তাদের নেতারা অবাধে নকল সরবরাহ করছে। ছাত্র নেতাদের মুখচেনা পরীক্ষার্থীরাও চাইলে তাদের কাছ থেকে কম-বেশি সাহায্য পাচ্ছে। পরীক্ষার হলে কর্তব্য পালনরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রনেতাদের অবৈধভাবে পরীক্ষা হলে প্রবেশ এবং নকল সরবরাহে বাধা দিতে গেলে কড়া ভাষায় হুমকি দেয়া হচ্ছে। লাঞ্ছিত হবার আশঙ্কায় প্রায় ক্ষেত্রেই তারা নিরুপায়ভাবে সব মেনে নিচ্ছেন। এসব ছাত্রনেতারা নকল সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, নকল করতে কোথাও বাধা দেয়া হচ্ছে কিনা, বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে ফ্রি-স্টাইলে তাও তদারকি করে দেখছে।

যে কলেজের ছাত্র সংসদে যারা ক্ষমতাসীন সেখানে তাদের তৎপরতা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তবে অন্যান্য দলের তরফ থেকে যাতে কোন বাধা না আসে সেজন্য একরকম সমঝোতার ভিত্তিতেই অপরাপর দলের আগ্রহী নেতারাও তাদের সাথে থেকে প্রায় বিনাবাধায় অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ছাত্রনেতাদের এ আচরণে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের মাঝেও ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে।

প্রশাসন প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন রাখছে। তাঁরা পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে কাউকে ভিড়তে না দিলেও ছাত্রনেতাদের অবাধ যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করছে। কোন কোন কেন্দ্রে আবার পুলিশের বিরুদ্ধে বার্তাবাহকের কাজ করবার অভিযোগও পাওয়া গেছে। এদিকে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ফটোস্ট্যাট মেশিনের দোকানে উপচেপড়া ভিড়ের সৃষ্টি হয়। গাইড বই কিংবা নোট কপি করতে করতে দোকানীদের হিমশিম খেতে হয়। এ সমস্ত কপিই বিভিন্ন পন্থায় পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌছানো হয়। পরীক্ষার আগের রাতেও ফটোস্ট্যাট মেশিনের দোকানে লাইন দিয়ে কপি ও কম্পোজ করার দৃশ্য চোখে পড়ে।